দৈনিক খবর

তারিখ ... 05 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

072

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

দেখতে দেখতে তিনটা বছর কেটে গেল। মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন জগন্নাথ হল ট্রাজেডি অর্থাৎ '৮৫-এর ১৫ই অক্টোবরের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। এভাবেই হয়তো সবকিছু আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। আজ সেই ৩৯টা সম্ভাবনাময় তরুণ যাদের বুকভরা স্বপ্ন ছিল, যাদের পিতা-মাতা তাদের ঘিরে দেখতো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তাদের প্রাণের বিনিময়ে জগন্নাথ হলে নতুন অট্টালিকা হয়েছে। যার প্রতিটি কারুকার্য সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে। এই তো সেদিন গত ৪ই জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য নতুন ভবনটি উদ্বোধন করলেন। যার নাম রাখা হয়েছে অক্টোবর স্মৃতি ভবন। প্রতিবছরই ১৫ই অক্টোবর আসে কিন্তু '৮৫-এর ১৫ই অক্টোবরের মতো কি সবার মধ্যে তা নাড়া দেয়? বাদ দিলাম বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮,০০০ অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীরই কি তা নাড়া দেয়? নাড়া দেয়া তো দূরের কথা, অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখ কখন, কিভাবে চলে যায় তা-ই অনেকের খেয়াল থাকে না।

শুনলাম হল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগামীতে ঐ দিন ছুটি ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। তিন বছর পরে এখন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে ছুটি মঞ্জুর করতে হবে? কর্তৃপক্ষ হয়তো জানেন ঐ দিন ছুটি থাকলে অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে, শিক্ষক-কর্মচারী তাদের কথা মনে করতে পারেন।

তাই ১৯৮৭-৮৮ সেশনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে ১৫ই অক্টোবর তারিখ লাল কালি দিয়ে লেখে ছুটি ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

অলোককান্তি দাস
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।